গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানের ১৭ হাজার টাকা জরিমানা

আমদানিকারকের ট্যাগ বিহীন অবৈধ বিদেশি পণ্য ও তারিখ মুল্য বিহীন নিম্নমানের অনুমোদিত কসমেটিকস বিক্রি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে দুটি দোকানে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ অভিযান।

আজ বুধবার (১৭ই মে) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলার গাংনী বাজার এলাকায় এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে কসমেটিকস ও ফার্মেসিসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

তিনি বলেন, গাংনী শহরের মেসার্স স্মরনীকা কসমেটিকস নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযানে সময় বেশকিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। আমদানিকারকের ট্যাগ বিহীন অবৈধ বিদেশি পণ্য ও তারিখ মুল্য বিহীন নিম্নমানের অনুমোদিত কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: আবির হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর দিকে গাংনী শহরের মেসার্স হুদা মেডিকেল হলকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সতর্ক করে ভালো ঔষধ ও অনুমোদিত ভালো মানের কসমেটিকস বিক্রয়ের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল সদস্য।

মেহেরপুর ভ্রাম্যমান আদালত, দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

সিগারেটের অবৈধ প্রচার করার অভিযোগে ফিরোজা খাতুন নামের এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল।

সরকারি আইন অমান্য করে ফিরোজা খাতুন তার দোকানে সিগারেটের অবৈধ প্রচার করার দায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ২০০৫ এর ৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় সিগারেটের প্রচার সামগ্রীগুলো বিনষ্ট করা হয়, এছাড়া মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর বাজারে রায়হান মোল্লার খাদ্য প্রতিষ্ঠানে জাপান টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখার অপরাধে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রুব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ৫ ধারামতে উভয়ের নিকট হতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় অন্যদের মধ্যে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দেবাংশু বিশ্বাস, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পপি ফামের্সীর মালিক

আলাউদ্দীন মারা গেছেন

মেহেরপুর শহরের বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ী “পপি ফার্মেসীর” ও পপি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বতাধীকারি মেহেরপুর সরকারি কলেজ সংসদের প্রথম নির্বাচিত ভিপি আলহাজ্ব আলাউদ্দীন বিশ্বাস মারা গেছেন। (ইন্নালিল্লাহী ও ইন্না এলাহী রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চার দিকে নিজ বাসভবনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যকালে তার স্ত্রী, ২ ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

আলাউদ্দীন বিশ্বাস দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত কারনে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার রাত ১০ টার সময় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের নিমতলা জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

পরিবারের পক্ষ থেকে সকল মসুলমান ও দ্বীনদারদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়ার জন্য পারিবারিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বেকারিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় তদারকি অভিযানে মেসার্স রনি

ফুড’স বেকারির ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা সংরক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ব্যত্যয় করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠানের মালিক মনিরুজ্জামানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পৌরসভার আনন্দধাম এলাকার ফাতেমা স্টোরে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক আব্দুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় একই সঙ্গে পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

কোটচাঁদপুরে সরকারি ভাবে ধান-চাল সংগ্রহ শুরু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য বিভাগের উদ্যোগে সরকারি ভাবে চলতি বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীন বোরো ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান-২০২৩ শুরু হয়েছে।

চলতি মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে ৫৫৬ মেট্রিকটন ধান ও চুক্তিকৃত ৬ টি মিলারের মাধ্যমে ২২১ মেট্রিকটন চাল ক্রয় করা হবে বলে জানা গেছে।

আজ রবিবার বিকালে সরকারি খাদ্য গুদাম চত্বরে ফিতা কেটে ধান ও চাল সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জাকির হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান,

উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নুরুল ইসলাম খান বাবলু,ফারজেল হোসেন মন্ডল,লুৎফর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর, উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মীর কাশেম আলী,সাবেক পৌর কমিশনার রাজেদুল ইসলাম রাজা মিয়া সহ খাদ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াহেজুর রহমান খান জানান, চলতি মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে ৫৫৬ মেট্রিকটন ধান এবং মিলারদের নিকট থেকে ৪৪ টাকা কেজি দরে ২২১মেট্রিকটন সিদ্ধ চাল ক্রয় করা হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সরাসরি উপজেলার কুশনা গ্রামের আশাদুল নামে একজন কৃষকের কাছ থেকে এক মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে গ্রেফতার-১৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১৩ মে) সকালে চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ মৌজা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এসময় পাঁচটি ড্রাম ট্রাক ও দুইটি স্যালোইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা গাড়ি জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন – মো. বিল্লাল হোসেন (৪০), মো. শাকিব খান (৩০), মো.সাজ্জাদ হোসেন (২০), রাসেল হোসেন (২৮), মো. মেহেদী ইসলাম (২৮), সোহাগ হোসেন (২৩), মো. সাগর বিশ্বাস (৩১), মো. কালাম আলী (১৯), ফিরোজ ইসলাম (২২), শামীম হোসেন (২৭), রাজু আহমেদ (৩০), ইসমাইল হোসেন (৩২), মো. কাজল হোসেন (২৩) ও সবুজ বিশ্বাস (২০)।

কুমারখালী থানার ওসি মো. মোহসীন হোসাইন বলেন, হাইকোর্টের

নির্দেশ মোতাবেক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গড়াই নদের জয়নাদ মৌজায় অবৈধ বালু উত্তোলন প্রতিরোধে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে পাঁচটি ড্রাম ট্রাক ও দুইটি লাটাহাম্বাসহ ১৪ জনকে আটক করা হয়। পরে বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। উক্ত মামলায় আসামিদের গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জয়নাবাদ মৌজার বালু মহলের ইজারাদার মো. মাসুদ রানা বলেন, তিনি জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা দিয়ে ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছিলেন। কিন্তু পুলিশ কেন তাঁর লোকজন ধরে চালান দিয়েছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

এবিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা সহকারী কমিশার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, ১৪ এপ্রিল ইজারা দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু ২৭ এপ্রিল উচ্চ আদালত জয়নাবাদসহ চারটি মৌজায় বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ করে রিট পিটিশন জারি করেছেন। বিষয়টি সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান

মেহেরপুরে ইটভাটায় ‘স’ মিল; দেখতে পায় না প্রশাসন

মেহেরপুরের ৯৩ টি ইটভাটায় নির্বিচারে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। আর এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ‘স’ মিল।

সদর উপজেলার মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তার পাশেই এআরবিসিসহ জেলার বিভিন্ন ইটভাটায় বসানো হয়েছে অস্থায়ী ‘স’ মিল। আইন ও সরকারি বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করেই আবাদি জমির পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়কারী এসব ভাটা ও ‘স’ মিল। এসব ভাটায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষি জমির উর্বর মাটি। গাছ ও জমির উর্বর মাটি উজাড়ের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেনা ।

আরো অভিযোগ রয়েছে, ইটভাটাগুলোতে এসব জ্বালানি কাঠ যাচ্ছে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান থেকে। ইটভাটায় গাছের ছোট ছোট ডালপালা বা পাতা ব্যবহার হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোটা মোটা গাছ করাত দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে ইটভাটার চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া রাস্তার পোড়াপাড়া নামক স্থানে পাশাপাশি ৪টি ইটভাটায় বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ স’মিল। প্রশাসনের নাকের ডগায় রাতদিন সমানতালে ভ্রাম্যমাণ ‘স’ মিলে চলছে কাঠ ফাড়াই। এখানে মোটা মোটা কাঠের গুলি জড়ো করে চেরাই করা হচ্ছে।এসব ইটভাটা শতশত বিঘা আবাদি জমি দখল করে গড়ে উঠেছে। এসব অবৈধ ভাটায় স’মীল বসিয়ে উজাড় করা হচ্ছে গাছপালা। অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ।

অবৈধ ‘স’ মীলের মালিক ছাতিয়ান গ্রামের হানিফ বলেন, আমার মোট ৩টি ‘স’ মীল রয়েছে। প্রতিটি ‘স’ মিলে ৫/৬ জন করে শ্রমিক কাজ করেছন। প্রতি শ্রমিকের মজুরী এক হাজার টাকা। তিনি বলেন, প্রতিদিন একটা ‘স’ মিলে ৪০০ মন কাঠ ফাড়াই করা হয়।

‘স’ মিলের শ্রমিক আক্তার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, প্রতি মন কাঠ চেরাই করেত ২২ টাকা করে নেওয়া হয়।

ইটভাটার একজন শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর প্রতিদিনিকে বলেন, ৪ লাখ ইট তৈরি করতে ভাটায় ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হয়।

এব্যাপারে একজন ভাটার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গাংনী-ধানখোলা রোডে পরপর ৪টি, মালশাদহ-হাড়িয়াদহ রোডে ৩ টি ইটভাটা রয়েছে। এরা সবাই কাঠ ও খড়ি পোড়ায়। প্রায় ভাটায় স’মিল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করা হয়।

এআরবিসি ইট ভাটার মালিক রবিউল ইসলাম, দিপু ও জিয়ারুলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

প্রায় অর্ধশত বিঘা আবাদি জমি দখল করে গড়ে উঠেছে এআরবিসি এটাভাটা। আর সেখানেই ‘স’ মেশিন বসিয়ে প্রতিদিন ফাড়াই করা হচ্ছে প্রতিদিন শতশত ট্রাক গাছের গুড়ি। মেশিনে ফাড়ায় করে এসব কাঠ ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে।

তবে, ভাটা মালিকরা মেহেরপুর প্রতিদিনিকে জানান, কিছু কিছু কাঠ

ভাটায় পোড়াতে হয়। এদিকে ইটভাটায় ট্রাক্টর দিয়ে মাটি টানার ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত গ্রামীণ রাস্তাগুলোর বেহাল দশা। এসব ইট ভাটার গাড়ি চলাচলের কারনে রাস্তার এমন অবস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাদের ভাটায়ও অভিযান চলবে, এবং অবৈধ ইট ভাটার মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে তর সইছে না ব্যবসায়ীদের; রাতের আঁধারে ভাঙছে আম

তর সইছে না আম ব্যবসায়ীদের। ১৫ মে থেকে গুটি ও বোম্বায় আম ভাঙানোর তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু তার তিন দিন আগে থেকেই অতিমুনাফার লোভে গুটি ও বোম্বায় আম ভেঙে জেলার বাইরে রপ্তানিতে ব্যস্ত চাষীরা। আর এ কাজটি করা হচ্ছে প্রতিদিন রাতের আঁধারে।

গতকাল শনিবার রাতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর ও কোমরপুর এবং শুক্রবার রাতে মুজিবনগরের ভবেরপাড়া থেকে বাগান থেকে আম ভেঙে ট্রাক লোড করে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

মেহেরপুরে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনুকুল আবহাওয়া থাকাতে আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। এ মৌসুমে ঝড় ও বৈরি আবহাওয়া না থাকায় প্রতিটি আমগাছ আমের ভারে নুয়ে পড়েছে। ফলন ভালো হওয়ার পাশাপাশি বাগান মালিকরা কীটনাশক মুক্ত আম উৎপাদন করেছে। এই আম আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রির পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হওয়ার কথা। কিন্তু অতি মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের দৌরাত্ম্যে মেহেরপুরের বিভিন্ন আম বাগান হতে গতকাল শনিবার (১৩মে তারিখ) থেকে আটি ও বোম্বাই আমের পাশাপাশি অপরিপক্ক হিমসাগর আম পেড়ে রাতের

আধারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি বাজার হুমকিতে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

মুজিবনগর ভবেরপাড়ার আম বাগান ব্যবসায়ী সিদ্দিক বলেন, ‘জেলা প্রশাসন আম পাড়ার জন্য ১৫ মে থেকে জাত ভেদে বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করলেও মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ১২ মে থেকে আটি ও বোম্বাই আম পাড়ার অনুমতি দিয়েছে।’ তবে হিমসাগর আম পাড়ার অনুমতি নেই বলে জানান বাগান ব্যবসায়ী সিদ্দিক।

তবে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস এ বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলতে চাননি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় এবছর আম সংগ্রহের সময়সুচি আটি ও বোম্বাই জাতের ১৫ মে, গোপালভোগ ১৮ মে, হিমসগার ২৫ মে, ল্যাংড়া-২৮ মে, আম্রপালি ৫জুন, মল্লিকা ১০ জুন, ফজলি ২০ জুন এবং বিশ্বনাথ,আশ্বিনা ও বারি-৪ জাতের আম সংগ্রহের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ জুলাই থেকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমের মুকুল আসা থেকে শুরু করে আম বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল প্রকার পরামর্শ দিচ্ছে বাগান মালিকদের। মেহেরপুর জেলায় চলতি বছরে ২ হাজার ৩৪০ হেক্টর আম বাগানে প্রায় ৪৫ হাজার মেট্রিকটন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে ৭০০ হেক্টর জমিতে।

এবছর মেহেরপুর থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে ৪০ মেট্রিকটন হিমসাগর আম রপ্তানি ও প্রায় ২০০ কোটি টাকার আম বিক্রির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলো মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। কিন্তু অতি মুনাফালোভী ব্যাপারী চক্রের দৌরাত্ম্যে ও জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়াতে আজ মেহেরপুরের বিখ্যাত আমের সুনাম ক্ষুন্নের পাশাপাশি আগামীতে রপ্তানি বাজার হারানোর আশংকা দেখা দিয়েছে।

মেহেরপুরের হিমসাগর আম যাবে বিদেশেও

সু-স্বাদু আর রসে ভরপুর আমের কথা উঠলেই চলে আসে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের কথা। জেলায় বেশ কয়েকটি জাতের আমের চাষ হয়ে থাকে, তার মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আমরুপালি, বিশ্বনাথ ও ফজলি এই কয়টি আম জেলার সুখ্যাতি বয়ে নিয়ে এসেছে। শুধু দেশে নয়, মেহেরপুরের আম এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বাগানমালিকরা বলছেন সম্পুর্ণ বিষমুক্ত ও কোন প্রকার কেমিক্যাল ছাড়াই হিমসাগরসহ সব আম দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছেন, আমের মুকুল আসা থেকে শুরু করে আম বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল প্রকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বাগান মালিকদের।

মেহেরপুর জেলায় চলতি বছরে ২ হাজার ৩৪০ হেক্টর আম বাগানে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মেট্রিকটন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে ৭০০ হেক্টর জমিতে। চলতি সময়ে ৪০ মেট্রিক টন হিমসাগর আম রপ্তানি করার সম্ভাবনা রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে। দেশের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি সরকারি ঘোষনা অনুযায়ী আম সংগ্রহ এবং বাজারজাত করতে সংগ্রহের জন্য প্রস্তত করেছে মেহেরপুরের আমচাষিরা ।

আম বাগান মালিক আব্দুর রহিম জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনুকুল আবহাওয়ায় হিমসাগর আমের কাংখিত ফলন হয়েছে। বিশেষ করে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের চাহিদা অন্যান্য আমের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদেও জেলায় তেমন ঝড় ঝাপটা না হওয়ায় প্রতিটি আমগাছ আমে নুইয়ে পড়েছে। ফলন যেমন ভাল হয়েছে তেমনিভাবে আমরা একেবারেই কেমিক্যাল ও কীটনাশকমুক্ত আম উৎপাদন করেছি। যা আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করা হবে। তবে বিদেশেও বিক্রির জন্য উন্মুক্ত বাজার তৈরী করতে পারলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবে বলেও আশা করেন তিনি।

বাগান মালিক সাজাহান আলী জানান, এবছর আমের বাম্পার ফলন পেয়েছি। সযত্নে আম বাজারজাত করার জন্য প্রস্তত রয়েছি। আশা করি ন্যায্য মুল্য পাব। তবে ন্যায্য মুল্য না পেলে লোকসান হবে। বিশ্ব বাজারে মেহেরপুরের আমের বাজার তৈরী করে চাষিদের আম চাষে উৎসাহি করার জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

আমের পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, মেহেরপুরের হিমসাগর আম যখন বাইরের জেলায় বিক্রি করতে যায় তখন অনেক কদর থাকে এই আমের। অনেকেই জানেন মেহেরপুরের আম মানেই বিষ ও ক্যামিক্যাল মুক্ত।

মেহেরপুরের আমের কথা শুনলে অন্যান্য জেলার আমের আগেই মেহেরপুরের আম আগে বিক্রি হয়ে যায়। এবার তিনি বিভিন্ন বাজারে আম নিয়ে ব্যবসা করবেন বলে জানিয়েছেন এবং বাগান মালিকদের সাথে আম কেনা বেচার কথা পাকা করছেন। সরকারি নিধারিত সময়ে তিনি আম বাজারজাত করার চেষ্টা করছেন।

আমের খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, আমাদের মেহেরপুর জেলায় এখনও আম সংগ্রহ শুরু হয়নি। তবে অনেক গাছের আম পাকা শুরু হয়েছে। গাছ থেকে পাকা আম পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বাজারে নিয়ে যেতে পারছিনা। তবে আম গাছে আম দেখে সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করার আনুরোধ জানিয়েছেন তারা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক-শংকর কুমার মজুমদার জানান, জেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর আমের অনেক ভাল ফলন হয়েছে। জেলায় ২৩৪০ হেক্টর আম বাগানে প্রায় ৪০থেকে ৪৫ হাজার মেট্রিকটন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বিশেষ করে জেলার হিম সাগর আমের অনেক খ্যাতি রয়েছে। হিমসাগর আম ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশে এবার রপ্তানি করা হবে। সে লক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ভার্জিনিয়াটেক, গ্লোবাল ট্রেড লিংক, গ্রীনগ্লোবাল, বিএইচ ট্রেডার ও নাফিজা এন্টারপ্রাইজসহ বেশ কয়েকটি রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠান আম ক্রয় করতে আগ্রহপ্রকাশ করেছে। আম ক্রয়ের লক্ষে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আম বাগান তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে। গত বছরেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হিম সাগর আম রপ্তানি করেছিল। এবছরেও তারা আমের চাহিদা দিয়েছেন।

আমরা আশাকরি মেহেরপুরের হিমসাগর, লাংড়া ও আমরুপলি শুধু দেশেই নয়,বিদেশেও খ্যাতি বয়ে আনবে। সেই সাথে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।

মুজিবনগর দাদপুর বিলে সিবিএফএম-মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক সভা

মুজিবনগরে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি পোগ্রাম ফেজ-প্রজেক্টের (এনএটিপি-২)আওতায় দাদপুর বিল(টুপলা অংশ) সিবিএফএম-মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইন (ফিশিং কোড)বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালপুর দাদপুর বিলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠানে দাদপুর বিল(টুপলা অংশ) এর সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

মুজিবনগর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(অঃদাঃ) গোলাম সারোয়ার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামান,মহাজনপু্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জেলা প্রশাসকের কাছে বিল খনন,বিদ্যুৎ ব্যাবস্থা সহ চলাচলের রাস্তা পাকাকরন করার বিষয়ে অবহিত করেন।

তারই ধারাবাহিকতায় জেলা প্রশাসক সকলের দাবির প্রতিশ্রুতি জানিয়ে তিনি বলেন,আমরা মাছে ভাতে বাঙ্গালী। মাছ আমাদের কাছে প্রিয় খাবার। আমরা বেশি বেশি মাছ উৎপাদন করবো এবং দেশকে মাছের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করবো। আর সে জন্য মেহেরপুর জেলার প্রত্যেকটি জলাশয়ের দিকে আমার লক্ষ্য থাকবে।প্রতিটি জলাশয়ে যাতে করে সম্পূন্ন রুপে পানি থাকে এবং পরিপূর্নভাবে মাছ চাষ করা যায় সে লক্ষে আমি সকল ধরনের চেষ্টা করে যাবো।